ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
শ্রেষ্ঠ কর্মসম্পাদনা পুরস্কার-২০১০ এ ভূষিত
মোহাম্মদ আব্দুল হাই

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শ্রেষ্ঠ কর্মসম্পাদনা পুরস্কার-২০১০ এ ভূষিত হয়েছেন মিশনের রিসোর্স মবিলাইজেশন ইউনিটের সহকারী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হাই।

জনাব হাই ১৯৯৫ সালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স ডিভিশনে দায়িত্বপ্রাপ্ত আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞের সেক্রেটারী কাম লোকাল কাউন্টারপার্ট হিসেবে যোগদান করেন। চার বছর পর উক্ত বিদেশী বিশেষজ্ঞ প্রস্থান করলে জনাব হাই ঐ ডিভিশনের সকল কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন ধাপে পদোন্নতি পেয়ে বর্তমানে মিশনের রিসোর্স মবিলাইজেশন ইউনিটের প্রধান হিসেবে সহকারী পরিচালক পদে কর্মরত আছেন।

মিশনের বিভিন্নমূখী কার্যক্রম ও উদ্যোগে জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হাই তাঁর যে প্রতিভা ও অবদানের স্বাক্ষর রেখেছেন তার কয়েকটি এখানে উলে- খ করা হল-

- ✔ কর্মঠ, নির্ধারিত সময়ে কার্যসম্পাদন এবং বিস্তৃত মাত্রায় সফলতা
- ✔ যোগাযোগ কৌশল এবং পারঙ্গমতায় দক্ষতা
- ✔ সহকর্মীদের প্রেরণা যোগাতে প্রতিজ্ঞ এবং সমর্থ
- ✔ টিম সদস্যদের ব্যবস্থাপনা এবং নির্দেশনা প্রদানে সক্ষমতা
- ✔ ক্যান্সার হাসপাতালের জন্য অনুদান সংগ্রহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন
- ✔ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বিদেশী অফিসসমূহের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি উন্নয়ন

জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হাই ১৯৪৭ সালে হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর থানার শাজাহানপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুল শিক্ষক মোহাম্মদ আব্দুল জলিলের সাত ছেলে-মেয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহাম্মদ আব্দুল হাই। হবিগঞ্জের শাজাহানপুর প্রাইমারী স্কুল থেকে বৃত্তি পেয়ে জগদীশপুর হাই স্কুলে ভর্তি হন। সেখান থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে হবিগঞ্জ বৃন্দাবন কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট এবং ১৯৬৭ সালে ঢাকার জগন্নাথ কলেজ থেকে ডিগ্রি পাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভর্তি হয়েও পারিবারিক কারণে শিক্ষা জীবন বাদ দিয়ে মাত্র ২০ বছর বয়সে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন।

কর্মজীবনে জনাব হাই দেশে-বিদেশে বিভিন্ন সংস্থায় কৃতিত্বের সাথে কাজ করেছেন। বাংলাদেশ টেলিভিশনে কর্মসূচি সহকারী, বাংলাদেশ ব্যাংকে সেকশন অফিসার, ইউ.এস.এইড বাংলাদেশ অফিসে লজিষ্টিক এন্ড মনিটরিং স্পেশালিস্ট এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক/আইডিএ-এর অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পে অফিস ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক/আইডিএ প্রজেক্ট-এ কর্মকালীন সময়ে তিনি বিদেশী বিশেষজ্ঞগণ দ্বারা 'শিল্পোন্নত পশ্চিমা ও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে একজন দক্ষ, কর্মঠ ও নির্ভরশীল ব্যক্তি' হিসেবে মূল্যায়িত হয়েছিলেন। এছাড়াও তাঁর কাজের বিশিষ্ট মাত্রার স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং ইউ.এস.এইড-এ কর্মকালীন সময়ে বিশেষ বিবেচনায় তড়িৎ গতিতে (এক্সিলিরেটেড বেসিসে) পরবর্তী উচ্চ ধাপে পদোন্নতি পান।

সৌদি আরবে কৃতিত্ব ও সুনামের সাথে দীর্ঘ ১৪ বছর কাজ করেছেন। সেখানে তিনি ইউএস আর্মি কোর অব ইঞ্জিনিয়ার্স-এর তত্ত্বাবধানে নির্মিত বাদশাহ খালেদ মিলিটারি সিটি (কেকেএমসি) প্রকল্পে ইনভেনটরি কন্ট্রোল সুপারভাইজার হিসেবে কাজ করেন। সৌদি আরবে এ্যারাবিয়ান আমেরিকান তেল কোম্পানী (আরামকো) পরিচালিত একটি তেল পরিশোধনাগারে নির্বাহী সহকারী ও ডকুমেন্ট কন্ট্রোল-এর দায়িত্ব পালন করেন। সৌদি আরবে কেকেএমসি-তে কর্মকালীন সময়ে তিনি প্রায় ১৫ হাজার কর্মীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্মী হিসেবে নির্বাচিত হন।

বিভিন্ন প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়ন এবং ইউনিটের কাজের সমন্বয়ের পাশাপাশি জনাব হাই মিশনের ইউকে আমেরিকা এবং পাকিস্তান অফিসকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিয়ে আসছেন। এছাড়া তিনি জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগের দায়িত্ব পালন করছেন। ক্যান্সার হাসপাতাল প্রকল্পের শুরু থেকেই বিভিন্ন তথ্যপত্র তৈরি এবং অনুদান সংগ্রহের কাজে তিনি সক্রিয়ভাবে জড়িত।

একজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী হিসেবে কর্মের প্রতি অঙ্গীকার, পেশাগত দক্ষতা, যোগাযোগ স্থাপনের যোগ্যতা ও নির্ধারিত কর্মের বাইরে অতিরিক্ত কাজ করার মাধ্যমে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উন্নয়নে অনন্য অবদানের জন্য তাঁকে শ্রেষ্ঠ কর্মসম্পাদনা পুরস্কার ২০১০ এ ভূষিত করা হচ্ছে।